রাধাকৃষ্ণলীলা:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলি

কাব্যপ্রেরণা

চৈতন্যপূর্ববর্তী মানবিক কাব্য

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
- রাধাকৃষ্ণের হৃদয়লীলার মানবিক চিত্রণ

চৈতন্যভাবধারাপুষ্ট কাব্য

- বৈষ্ণব পদাবলি
- রাধাকৃষ্ণেরই কথা, তবে ভক্তিরসসিক্ত
- বৈষ্ণব তত্ত্বের রসাত্মক বাহন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- প্রধান কাহিনি ভাগবত থেকে সংগৃহীত।
- কাব্যদেহে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের ছাপ প্রবল।
- লোকসমাজে প্রচলিত কথা থেকে কাহিনি নির্বাচিত।
- অর্থাৎ পৌরাণিক ও অপৌরাণিক ভাবরসের অসম মিশ্রণ।
- নাট্যরসবাহী; সংলাপ ও বর্ণনাশ্রয়ী।
- হার্দিক উপাখ্যান,
- কিন্তু গ্রাম্যতা, রুচিহীনতা, অপ্রয়োজনীয় যৌনবর্ণনায় কাব্যটির আভিজাত্য প্রশ্নবিদ্ধ।

কাহিনির উৎস

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আগেই বর্ণিত হয়েছিল। এগুলো মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে সাধারণের মুখে রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বহুবিচিত্র চেহারা পায়। এসবের আশ্রয়েই বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি চৈতন্যপূর্ব যুগের; তাই বৈষ্ণব ভাবধারামুক্ত।

- জন্মখণ্ড
- তাম্বুলখণ্ড
- দানখণ্ড
- নৌকাখণ্ড
- ভারখণ্ড
- ছত্রখণ্ড
- বৃন্দাবনখণ্ড
- কালিয়দমনখণ্ড
- যমুনাখণ্ড
- হারখণ্ড
- বাণখন্ড
- বংশীখন্ড
- রাধাবিরহ

কাব্যকাহিনি

- ✔ কৃষ্ণ: বিষ্ণু বসুদেবের পুত্র হয়ে পৃথিবীতে আসে। পরে বৃন্দাবনে নন্দের গৃহে স্থান পায়। এই চরিত্রের নামই কৃষ্ণ।
- ✔ রাধা: লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে জন্ম নেয়।

নমুনা

#যমুনা নদীর রাধা তুলিতে পানি
কেহ্নে ধীরে ধীরে বুইল মধুরসবাণী।
বাতল হয়িলো মো তোহ্মার দোসে ।
তোরে করিতে জুআএ মোর পরিতোষে।#
#ধীরে যাহা গোআলিনী শুন মোর বোল
রহিআ রহিআ দেহ বিরহের কোল।#

#কেনা বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
কেনা বাশী বাএ বড়ায়ি সে না কোনজনা।
দাসী হআ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।#

নমুনা

#এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার
ছিণ্ডিআ পেলাইবো গজ মুকুতার হার।
… … …
মূণ্ডিবো পেলাইবো কেশ জাইবো সাগর
যোগিনী রূপ ধরি লব দেশান্তর।#

#বাঁরে বাঁরে তোক যত বুয়িলো আহঙ্কারে
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব দামোদরে।
আর দুখ দিল তোকে বহায়িলোঁ ভার
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।
না শুনিলো তোর বোল লআ জাইতে পানী
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেবচর্কপানি।
অনাথী নারীক কত থাকে অভিমান
আলিঙ্গন দিআ কাহ্ন রাখহ পরাণ।#

#কনককমল রুচি বিমল বদনে

দেখি লাজে গেলা চান দুই লাখ যোজনে।#

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধা, পদাবলিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ।
- কাব্যটিতে নারীর প্রেমকামের বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা আছে। হৃদয় ও শরীরের আশ্রয়ে রাধা বিকশিত হয়েছে। শারীরিক প্রাধান্য তৎকালীন স্থূল রুচির পরিচয় দেয়।
- ডিটেলপ্রধান বর্ণনা রাধার মনস্তত্ত্ব ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দেখা দেয়।

মধ্যযুগের রাধা

রাধার এগারো থেকে তের বছর বয়সকালের বালিকা হৃদয় থেকে প্রেমের উন্মোচন ও পরিণতির বর্ণনায় বড়ু মেধার পরিচয় দিয়েছেন ।

বর্বর কৃষ্ণ

- কৃষ্ণচরিত্রে অহেতুক নিম্নশ্রেণির দাম্ভিকতা, দেহলোলুপ রিরংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কূটিল ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় নেই।
- কৃষ্ণের যতটুকু হৃদয়বৃত্তি, তা রাধার দেহভোগের জন্য।
- রাধার জন্য স্নেহ, মায়া, মমতা এমনকি করুণার স্থানও কৃষ্ণের মনে নাই।
- এমনকি রাধার অনুযোগের প্রেক্ষিতে রাধার চরিত্রে কৃষ্ণ কালিমা লেপন করে নির্দ্বিধায়।
- সস্তা কৌতুক, গ্রাম্য অশ্লীলতা, বালকের মত আচরণ- এইই কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। কেবল শারীরিক ব্যাপারেই তার উৎসাহের অভাব নাই।
- পদাবলি উচ্চাঙ্গ আবেদন এতে নেই।

- বড়াই বয়স্ক নারী, রাধা কৃষ্ণের যোগসূত্র সে।
- ঠিক কুটিল বলা যাবে না।
- সহানুভূতিসম্পন্ন।
- এই চটে যাচ্ছে, আবার এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমে গলে যাচ্ছে-এমন চরিত্র বড়াই।

বড়াই

গ্রামের কুটনী, বয়স্ক, টাইপ চরিত্র।

কাব্যভাববিচার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রয়েছে অপরিণতির উষ্ণ কাঠিন্য, কাহিনিতে আছে লোকজীবনের স্থূল গতানুগতিকতা, কিন্তু তার গভীরে অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় প্রেমবিরহের কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনির মূলে আছে অনভিজাত লোককাহিনিকে অভিজাত পৌরাণিক কাহিনির মোড়কে পেশ করা।

কাব্য আবিষ্কার

- ১৯০৯ সালে **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে** এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে অযত্নে পড়ে থাকা পুঁথিটি উদ্ধার করেন। তিনিই এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।
- সুনীতিকুমার এ কাব্যের সময় নির্ধারণ করেছেন ১৪৫০-১৫০০ সাল। শহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।
- চৈতন্যদেবের পূর্বের রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

চণ্ডীদাস সমসয্া

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস।
- পদাবলির কবি দিব্জ চণ্ডীদাস-চৈতনেয্র মোটামুটি সমসাময়িক।
- চৈতনয্পরবর্তীকালের দীন চণ্ডীদাস;সময় আঠারো শতকের শেষার্ধ।

বৈষ্ণব পদাবলি

- পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য।
- বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সমাজে মহাজন পদাবলি এবং পদকর্তাগণ মহাজন নামে পরিচিত।
- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস-এরা পদাবলির কবিচতুষ্টয়।
- পদসংখ্যা প্রায় সাত আট হাজার,মতান্তরে দশ হাজার। পদকর্তার সংখ্যা দেড় শতাধিক।

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

- শ্রীচৈতন্যের সময়কাল ১৪৮৬-১৫৩৩
- তার পাণ্ডিত্য এক সময় মহাপৌরুষ হয়ে আবির্ভূত হয়।
- চৈতন্যের ভাবধারাপুষ্ট মানববাদী ধর্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম।
- সহজ কথায়, তাঁদের ধর্মমতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকে এটি উপলব্ধ।
- বৈষ্ণবদের উপাস্য ভগবান কৃষ্ণ। তার আনন্দের প্রকাশ রাধার সত্তাতাই , রাধা নারীকেবল না। সে ভগবততত্ত্বের অংশ। কৃষ্ণ এখানে পরমাত্মা, আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক।
- বৈষ্ণব পদাবলি গীতিকবিতার কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যধারী।

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব

পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য।

যাহা যাহা নিকসয়ে তনু তনু জেয্যোতি,

তাহা তাহা বিজুরি চমকময় হোতি।

- র্বজবুলিতে কোন অশ্রুতিমধুর ধ্বনি নেই। শুনতে ভালো না এমন শব্দকে কবিকল্পনায় বদলে একে সুমধুর করা হয়।
- মূল ভিত্তি মৈথিলির ওপর। এর সাথে বাঙলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ভাষার উপাদান যোগ হয়েছে।
- বিদয্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদ র্বজবুলি ভাষায় রচিত।

র্বজবুলি ভাষা

র্বজবুলি একরকম আলংকারিক কাব্যভাষা। এটি কারো মাতৃভাষা নয়।

চৈতন্যের কিছু আগে

বিদ্যাপতি

- ✔ মিথিলার রাজসভার কবি। উপাধি কবিকন্ঠহার।
- ✔ র্বজবুলিতে লিখেছেন পদাবলি, পাঠকগোষ্ঠী বাঙালি।
- ✔ রচিত পদের সংখ্যা হাজারের বেশি, পাঁচশ পদে রাধাকৃষ্ণের কথা বলা আছে।

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

চণ্ডীদাস

- চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণর্পেমে আত্মহারা করে এঁকেছেন। দেহগত চাহিদা তার পদাবলিতে পাবো না।
- চন্ডীদাস চমকজাগানো কথা বলেন না, তার অলঙ্কার মাটির ফুল, সোনারুপা তার আর্গহের বিষয় নয়। জীবনের সহজ কথা সহজ করে বলেন তিনি।

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে
মানুষ এমন র্পেম কোথা না শুনিয়ে।।

চৈতন্যের কিছু পরে

জ্ঞানদাস

- ধর্মীয় অনুভুতিকে অতিক্রম করে প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির চাপ তার কবিতায় বেশি। চমৎকার কথা বলেন খুব সহজে। কথায় খুব অলংকার নাই। কিন্তু হৃদয়ের চাপ প্রবল।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

গোবিন্দদাস

- ভাববিহ্বলতা ও অলংকার গোবিন্দদাসের শক্তির জায়গা। তার তৈরি ধ্বনি ও ভাবব্যঞ্জনার কোন তুলনা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে নেই বললেই চলে।

নব নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।

গ্রন্থনির্দেশ

আলম, মাহবুব (২০১৯) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা। (পৃ. ১১৩,১১৪,১১৭-১২১,১২৭, ১৩২-১৪৬)

○

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি, বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলির সম্পর্ক আর কবি চতুষ্টয়- এই হবে রাধাকৃষ্ণলীলাকাব্য অংশে মূল পাঠ্য।